(রাজর্ষি সকাল বেলা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, মোবাইলে মৃদু স্বরে বাজছে, 'বাজলো তোমার আলোর বেনু' | হঠাৎ ফোন টা বেজে উঠলো, দেবার্ঘ্য কলিং)

রাজর্ষি: হ্যালো ,

দেবার্ঘ্য: হ্যালো রাজর্ষি দা, কেমন আছো ?

রাজর্ষি: আমি বেশ, তুই কেমন আছিস বল, লন্ডনে গিয়ে তো ভুলেই গেছিস মনে হয়..... তা এখন কি ড: ডি কে চক্রবর্তী বলে ডাকবো নাকি?

দেবার্ঘ্য: কি যে বলো , তোমাদের ভুলতে পারি কখনো... আর বলো, দূর্গা পুজোর প্রস্তুতি কেমন তোমাদের? এবার নাটক হচ্ছে তো?

রাজর্ষি: দুর্গাপুজোর প্রিপারেশন তো ভালোই হচ্ছে, তবে নাটক টা যে কি হবে কে জানে ?

দেবার্ঘ্য: কেন এবার নাটক হবে না?

রাজর্ষি: কি করে হবে বলতো? সম্রাট টাকে জানিস তো কি লেভেলের ল্যাদখোর|কবে থেকে বলছি, লোকজনের খুব ইচ্ছে আগেরবার এর আগমনী এডিনবরা'র একটা পার্ট টু টাইপের কিছু একটা হোক, ওর তো কোনো হেলদোল ই নেই, আজ লিখবো, কাল লিখবো করে ঝুলিয়ে রেখেছে, এবার মনে হচ্ছে আর হলো না রে !

দেবার্ঘ্য: এই রাজর্ষি দা, তোমার মনে আছে, আগের বছর দূর্গা পুজোর ঠিক আগে আগে একদিন পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তারপর স্বপ্নে দেখলাম আমি স্বর্গে পৌঁছে গেছি, আর মা দুগ্গা ছেলে মেয়ে সবাই কে নিয়ে এডিনবরা আসছে...

রাজর্ষি: হ্যাঁ তুই বলেছিলিস বটে,

দেবার্ঘ্য: শোনো না এবারও সেম কেস, কাল পড়তে পড়তে একটু চোখ টা লেগে গেছিলো জাস্ট, দেখি কৈলাশে কেলেঙ্কারি লেগে গেছে,

রাজর্ষি: বলিস কিরে?

দেবার্ঘ্য: সেই একই কেস, মা দুগ্গা এন্ড টীম সবাই আবার এডিনবরা কেই ভেন্যু চয়েস করছে|...

রাজর্ষি: এই দাঁড়া দাঁড়া , দাঁড়া , মনে হচ্ছে, দূর্গা পুজোর নাটকের স্ক্রিপ্ট টা পেয়ে গেছি, ১ মিনিট হোল্ড কর, একটা কাগজ কলম নিয়ে আসি, পয়েন্ট গুলো নোট করতে হবে তো.....

Scene -1

(মহিষাসুর চেয়ারে বসে বিড়ি টানছে, কার্তিক এবং গণেশ শরীরচর্চ্চায় ব্যস্ত, গণেশ ডন দিচ্ছে)

কার্তিক: ১, ২, ৩,

গণেশ: নাহ আর না, আর পারছি না।

কার্তিক: না মানে!!! পারবি না মানে?, ২০ টা করে ৫ টা সেট না দিলে হবে? আর মাত্র কয়েক দিন বাকি পুজো আসতে, চেহারাটার অবস্থা দেখেছিস?

মহিষাসুর: হ্যাঁ এইটা এক্কেবারে ঠিক বলেছো কেতো ভাইপো, health is wealth ...

গণেশ: না না আমার এতো খাটাখাটুনি পোশাবে না, আমার চেহারা এক্কেবারে first class আছে,

কার্তিক: দুর দুর এই হাতির মতো চেহারা নিয়ে আমার পাশে দাঁড়ালে, আমার image টার কি দুর্দশা হবে বলতো?

গণেশ: চুপ কর, পেট রোগা, তালগাছ কোথাকার, আমাকে আর খাটালে আমি কিন্তু সোজা মাকে গিয়ে বলে দেব।

মহিষাসুর: আরে আরে, গনু ভাইপো, শুধু শুধু দুগ্গা কে খবর দেওয়ার কি দরকার, দুগ্গা যদি জানতে পারে আমি তো তোমাদের দুজন কে train করছি, এ বছরে আরো খেপে যাবে, একেই আমাকে দেখলেই কেমন তেড়ে আসে, তারপর যদি দেখে তোমরা আমার সাথে, আমার রক্ষে নেই...

কার্তিক: আরে অসুর কাকা, সেতো মাত্র 5 days only ... আর দাদা তুই ও মাইরি, সেই ছোটবেলার মতো মাকে বলে দেবো। be a man !

নারদ: নারায়ণ, নারায়ণ। ... একি! মহিষাসুর তুই এখানে কি করছিস রে দুরাত্মা।.. আর সিদ্ধিদাতা, দেব সেনাপতি, আপনারাও বা এই অসভ্য টার সাথে কি করছেন?

মহিষাসুর: এই যে নারু !! এদিকে শোনো!! গনু ভাইপো, কার্তিক ভাইপো এখন আমার ফ্রেন্ড লিস্টে! No Violence , এইসব intolerance এক্কেবারে বরদাস্ত করবো না! বুঝলে !!

নারদ: দাঁড়া হতভাগা, একবার পার্বতী মাকে খবর টা দি, এমন ক্যালান ক্যালাবে না এ বছর, তোর intolerance সোজা করে দেবে,

মহিষাসুর: হ্যাঁ, যাও গিয়ে লাগাও, দুগ্গা ডারলিং কে, তোমার আবার PNPC ছাড়া কাজ কি?

(ইতি মধ্যে ভিতর থেকে মা দূর্গা আর মহাদেবের ঝগড়াঝাটির আওয়াজ পাওয়া গেলো)

মহিষাসুর: এইরে দুগ্গা ডার্লিং এলো বলে, শিবু কাকা কে হেভি ঝাড়ছে, আমি ভালোই ভালোই এখন কেটে পরি, নেক্সট কোনো সিনে আসবো পরে... চলি কেতো ভাইপো, গনা ভাইপো, আবার পরে দেখা হবে, আর মনে রেখো কিন্তু health is wealth .

Scene 2:

দূর্গা: যাবো না যাবো না, কিছুতেই যাবো না ! কিছুতেই যাবো না !!

মহাদেব: কিছুতেই যাবো না মানে টা কি? এসব ছেলেমানুষি তোমাকে মানায়?

দূর্গা: বললাম তো তুমি যাই বলো আমি এবারেও কলকাতা যাবো না!

মহাদেব: তা তুমি কি আবার সেই এডিনবার্গ যাবার প্ল্যান করে রেখেছো নাকি?

দূর্গা: এডিনবার্গ নয়!! এডিনবরা, এডিনবরা ...

মহাদেব:সাবাশ, সাবাশ গিন্নি...

দূর্গা: হ্যাঁ হ্যা সাবাশ ই!!! মনে আছে তো দেখছি, ওই সাবাশের ছেলেমেয়ে গুলো আগের বার খুব খাতির করেছিল, ওদের request ফেলতে পারবো না।

মহাদেব: আর কলকাতায় শশুড়বাড়ীর লোকেদের কে আমি কি কৈফিয়ত দেব, আমার তো একটা প্রেস্টিজ বলে ব্যাপার আছে নাকি !!

দূর্গা: ও তোমার প্রেস্টিজ, হকিন্স যাই থাকুক গে যাক. আমি decide করে নিয়েছি... শুধু শুধু বক বক করে আমার মাথা খেও না।

মহাদেব: শোনো গিন্নি, ব্যাপারটা বোঝো, কলকাতা, পশ্চিম বাংলা আমাদের নিজেদের দেশ, ওখানে না গিয়ে বিদেশের পুজোয় গেলে চলে? এক আধবার নয় ঠিক আছে, পরপর দু বছর absent থাকলে চলবে কি করে?

দূর্গা: কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল আর ইন্ডিয়ার কথা আমাকে একবারে বলবে না, আমি প্রচন্ড upset ওদের ওপর, ওরা শুধু পুজো করার জন্যই পুজোটা করে, humanity , law and order সব একেবারে শেষ করে রেখে দিয়েছে, যাবো না আমি যতদিন না শুধরাচ্ছে। ...

মহাদেব: আহা গিন্নি, সেই জন্যই তো তোমাকে দরকার ওদের, তুমি না গেলে চলবে কি করে, তোমার সাথে সাথে যদি ছেলে মেয়েরাও না যায় তাহলে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য সব লাটে উঠবে দেশে। ...

দূর্গা: আমার যত টুকুনি জানা আছে, লক্ষ্মী , সরস্বতী , কার্তিক , গণেশ কেউই যেতে ইন্টারেস্টেড নয়, দেখো তুমি জিজ্ঞেস করে...

মহাদেব: বলো কি গো? এতো মহা বিপদ হলো গিয়ে দেখছি। .... এইতো , গনা , কাতু তোমরা তো এখানেই আছো !! কি বলছে কি তোদের মা?

গণেশ: হ্যা বাবা যথার্থই, মা যা বলছে তা এক্কেবারে ঠিক, আমরাও যাচ্ছি না!

কার্তিক: yes pops! this year again Edinburgh !! আবার আগমনী এডিনবরা !!

দূর্গা: শুনলে তো, দাঁড়াও লক্ষ্মী , সরস্বতী কেও ডাকছি, একবারে সবার কাছ থেকে শুনে নাও, সারাক্ষন এক ঘ্যানর ঘ্যানর আমার আর ভালো লাগছে না, এই সরু, লখু , মা শুনে যা তো একবার। ..

(লক্ষ্মী, সরস্বতী এসে হাজির হয়ে, সেই সময়ই কার্তিক কথা বলতে থাকে)

কার্তিক: বুঝলে pops , কলকাতায় যে হারে ব্রিজ ভেঙে পড়ছে, ওখানে যাওটাতে বিশাল রিস্ক। কখন bike নিয়ে যেতে যেতে মাথায় ভেঙে পড়বে জানে না। আর আমার কোনো কদর নেই ওখানে, কার্তিক পুজোয় আমাকে নিয়ে শুধু newly married couple দের বাড়ি ফেলে দিচ্ছে, দেব সেনাপতি আমি, আর আমাকে এরকম অবহেলা। তাই যদি হবে এডিনবরা

ঢের ভালো, সাবাশের লোকজনেরাও সৌম্য-সাওনি, সুমিত-উত্সা , সপ্তক-প্রিয়াঙ্কা, অর্ক-দেবযানী, এদের বাড়িতে একটিবার যাবার জন্য রিকোয়েস্ট করে রেখেছে। কলকাতার লোকজন মহানায়ক 'দেব' কে নিয়েই মেতে থাক , দেবসেনাপতির প্রয়োজন নেই।

বলতে বলতে লক্ষ্মী , সরস্বতী চলে এসেছে

গণেশ: শোনো বাবা এবার আর কলকাতা যেতে বোলো না প্লিজ। তুমি ভাগাড় কেস টা জানো কি? পুজোয় গিয়ে যে একটু ভালো মন্দ খাবো, তার জো নেই... ছোট বড় মেজো সেজো যত রেস্টুরেন্ট আছে কেউ বাদ নেই, সব নাকি ভাগাড়ের পচা মাংস খাওয়াচ্ছে, এতো বড় রিস্ক তা আমি নিতে পারবো না, আর তাছাড়া লাস্ট বার এডিনবরার ফিশ এন্ড চিপস, স্টেক, হ্যাম, সসেয, রোস্টেড টার্কি, জ্যাকেট পটেটোর যা টেস্ট মুখে লেগে আছে ভোলা যায় না , আমি তো এডিনবরা যাচ্ছি যাচ্ছি। কলকাতায় আমার requirement নেই আর, আমি হলাম গিয়ে সিদ্ধিদাতা, ওদের মনে হয়ে সিদ্ধিলাভে আর বিশেষ ইন্টারেস্ট নেই. আমাকে আর জোর করো না বাবা।

মহাদেব: একি শুরু করেছো মা, ছেলে সব, আর এই যে লখু মা, সরু মা , তোরা তো অনেক বেশী sincere , তোরা নিশ্চই কাতু , গনার মতো ছেলেমানুষি করবি না?

সরস্বতী: You need to understand dad! Last year Edinburgh University te ora darun appreciate korechhilo. Even this year Along with Edinburgh University, Napier University, James Harriot University, Glasgow University, even Oxford and Cambridge requested me to visit and oblige them. আমি যে diet control app এর idea টা দিয়েছিলাম last year, thats a huge hit in entire UK. আর কলকাতায় কেন যাবো বলতো, বাচ্চা বাচ্ছা ছেলে মেয়ে গুলো কলেজ এ পড়াশুনো না করে more interested in politics. এই যে লক্ষ্মী দিদি, আমাকে তো খুব economy নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছিলিস, বল বাবাকে এবার

লক্ষ্মী: হ্যাঁ বাবা, বুঝলে , বেঙ্গল আর ইন্ডিয়ার ইকোনমি টা পুরো ঘেঁটে ঘ হয়ে আছে, Demontization , Remonitization , GST , Subsidy , সব মিলে মিশে পুরো খিচুড়ি হয়ে আছে। যেখানে manufacturing কিনা চপশিল্প সেখানে আমি যাবো কি করতে বলতো? আর এডিনবরা তে এখন high time বাবা, Brexit এর দিন যত এগিয়ে আসছে, এখানে economical expert এর importance তত বাড়ছে, তেরেসা মে, নিকোলা স্ট্রাটজিও, সবাই মিলে আমাকে personally invite করেছে, যাতে no deal brexit থেকে ওদের বাঁচাতে পারি। এডিনবরা তে opportunity অনেক বেশি বাবা ! আগের বার আমি এডিনবরা যাবার পর থেকে Sterling Pound অনেকটা recover করেছে, আর এদিকে Indian rupee র অবস্থা দেখো, depreciation এর একটা লিমিট নেই!!

মহাদেব: তোমরা সবাই মিলে কিযে বলছো, আমি তো কিছুই বুজছি না!!

দূর্গা: তোমার আর বুঝে কাজ নেই, তুমি ৫ দিন ছুটি কাটাও কৈলাশে। এই তোরা সব চল, ভাত বাড়বো এবার, বেলা যে গড়িয়ে গেলো।

Durga, and team leaves.

নারদ: হে দেবাদিদেব এতো ঘোর সংকটের পরিস্থিতি, বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। নারায়ণ নারায়ণ।

মহাদেব: চুপ করো রাস্কেল, তুমি আর কাব্য করোনা, গতবার আমাকে সিঙ্গেল মল্টের লোভ দেখিয়ে যখন কাজ হলো না, তুমি যে গেছো এডিনবরা সেটা আমার ভালোই জানা আছে। এডিনবরা গিয়ে মডার্ন হয়েছো , গেরুয়া ধুতি ছেড়ে জিন্স, দোতরা বাজনা তে ছেড়ে গিটার, তোমার তো ভোল ই পাল্টে গেছে নারদ মুনি, গেলে যাও, তবে ফেরার পথে যে মহাদেবের জন্য এক বোতল খাঁটি স্কটিশ সিঙ্গেল মল্ট নিয়ে যাই সে সব তোমার খেয়াল থাকে না।

নারদ: কিযে বলেন প্রভু! রাম রাম রাম!

মহাদেব: হ্যাঁ জানি জানি, রাম ,হুইস্কি, ভদকা, জীন তোমার বিচরণ যে সর্বত্র সেটা আমার আর জানতে বাকি নেই,ভালোয় ভালোয় কেটে পর এখন, আমার মাথা গরম হলে তান্ডব নৃত্য শুরু হয়ে যাবে!!

নারদ: ক্ষমা করবেন নীলকন্ঠ, আমি কাটি এখন, স্বর্গে খবর টা ছড়াতে হবে তো যে এবার আবার আগমনী এডিনবরা।

Scene3:

ইন্দ্রালোক, দেবরাজ ইন্দ্র সিংহাসনে বসে উর্বশীর নাচ দেখছে,

ব্যাকগ্রউন্ডে গান চলছে, 'দিলবর, দিলবর '.... , নারদের প্রবেশ

নারদ: নারায়ণ, নারায়ণ, এই যে দেবরাজ ইন্দ্র তুমি ভায়া, উর্বশী নাইট , মেনকা নাইট নিয়ে মেতে থাকো,এদিকে রাজ্যপাট গেলো বলে।

ইন্দ্র: কি যে বলো নারদমুনি, আমার রাজ্যপাট এ আবার কি হলো

উর্বশী: হ্যালো! নারদ মুনি, কি খবর! ইন্দ্রালোকে তো আর দেখাই পাই না তোমার!!

নারদ: এই এই দূর থেকে, দূর থেকে।... তা যা বলছিলাম দেবরাজ, পার্বতী মা এবার ও কলকাতা যাচ্ছেন না, মহিষাসুর কে কলকাতায় বধ করবে কে?

ইন্দ্র: সেকি কথা, এতো ঘোর বিপদ,

উর্বশী: কিছুই বিপদ না, আমি বধ করবো অসুর কে, আমিও তো নারী ! মহিষাসুর টা যা হ্যানডু না, কি বলবো!! tall ,dark , handsome ! ওকে পুরো আমার মায়াজালে বশ করে ফেলবো!!

ইন্দ্র: না থাক থাক , উর্বশী তোমার আর অসুর কে বশ টস করে কাজ নেই, তুমি বিশ্রাম করোগে যাও। চলুন নারদ মুনি আপনি আর আমি ত্রিদেব এর কাছে যাই, এই সমস্যার কিছু তো একটা সমাধান করতে হবে....

Scene -4

ইন্দ্র, নারদ, বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করে, ব্রহ্মআ, বিষ্ণু , মহেশ্বর একসাথে বসে তাস খেলছে

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ , প্রণাম প্রভু

ইন্দ্র: প্রণাম প্রজাপতি ব্রহ্মআ, প্রণাম,বিষ্ণুদেব, প্রণাম মহাদেব।...

বিষ্ণু: আরে দেবরাজ ইন্দ্র যে? তা এক হঠাৎ পথ ভুলে এই চত্বরে, এস বোসো বোসো , ২৯ খেলবে নাকি? একটা পার্টনার পাচ্ছিলাম না !

ইন্দ্র: ঘোর বিপদ হে ত্রিদেব, দেবী পার্বতী এবছর ও কলকাতা যাচ্ছে না, কলকাতায় অসুর বধ টা করবে কে?

মহাদেব: আমি অনেক চেষ্টা করেছি বোঝাতে, কোনো লাভ নেই, এইতো নারদ ছিল ওখানে ওকেই জিজ্ঞেস করো না!

নারদ: আজ্ঞে ! নারায়ণ,নারায়ণ!

ব্রহ্মআ: সেসব বললে হবে? একটা solution তো বের করতে হবে.

বিষ্ণু: solution মানে? তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া , কে বলেছিলো মহিষাসুর কে বর দিতে?

ব্রহ্মআ: আরে ifs and buts , condition তো রেখেছি বর দেবার সময়!

মহাদেব: এমনি condition রেখেছো যে, satisfy করাতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে।...

বিষ্ণু: নাহ , এর একটা বিহিত তো করতেই হবে, ডাকো সক্কলকে এখানে, ওই ধাপ্পাবাজ মহিষাসুর টাকেও খবর দাও